ড্রিমওয়ার্ল্ড

তেরো বছরের এডওয়ার্ড কেলার প্রায় চার বছর ধরে সায়েন্স ফিকশনের পোকা। মাথায় সারাক্ষণ খেলা করে মহাজাগতিক মহা মহা সব চিন্তা ভাবনা।

তার মা মারা যাবার পর থেকে ক্লারা খালাই এডওয়ার্ডের যাবতীয় লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মৃত বোনের স্মৃতি বুকে নিয়ে ছেলেটাকে মানুষ করতে গিয়ে ক্লারা খালা সহ্য আর অসহ্যের এক কঠিন দোটানায় ভুগছিলেন। ছেলেটাকে এমন সর্বক্ষণ কল্পনায় ডুবে ডুবে বড় হয়ে উঠতে দেখে তিনি মাঝে মাঝে আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন।

"বাস্তবতার সামনে একবার দাঁড়া এডি" মাঝে মধ্যেই রেগে উঠে বলতেন তিনি। সে মাথা নাড়িয়ে সায় একটু দিত বটে কিন্তু তার পর পরই শুরু করত—'আমি স্বপ্নে দেখলাম মঙ্গলের অধিবাসীরা আমাকে তাড়া করেছে বুঝলে ? আমার হাতে একটা বিশেষ মারণ রশ্মি ছিল কিন্তু তার আবার আনবিক শক্তি ইউনিটটা খুব ছোট আর...'

প্রতিদিনের সকালের নাস্তাতেই ডিম, টোস্ট, দুধ আর ঐ ধরণের কোনো না কোনো স্বপ্নের গল্প থাকবেই।

ক্লারা খালা কঠিন গলায় বলে, 'একদিন এডি তুই দেখবি যে তোর ঐ সব রাতের স্বপ্নের থেকে আর জেগে উঠতে পারবি না। পুরো আঁটকা পড়ে যাবি, তখন কি হবে ?'

বলে খালা তার মুখটা ওর চোখের একদম সামনে নামিয়ে এনে স্থির চোখে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এডি ক্লারা খালার সাবধান বানীটাতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সেরাতে সে বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে

থাকে। সে কখনই একটা স্বপ্নের ভিতর আটকা পড়তে চায় না। খুব বেশি দেরি হবার আগেই যে সব সময় ঘুম ভেঙে যায় এটাই তার খুব ভালো লাগে। যেমন যখন ডাইনোসরেরা তার দিকে তেড়ে আসতে থাকে।

হঠাৎ সে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে উঠোনে গিয়ে নামে। এবং সে বেশ বুঝতে পারে এটাও তার আরেকটা স্বপ্ন। হাল্কা ঝড় শুরু হয়ে সূর্যটা ঢাকা পড়ে যেতেই তার চিন্তাটা ভেঙে যায়। সে মুখ তুলে ওপর পানে তাকিয়েই চমকে ওঠে, মেঘ ছোঁয়া মানুষের মুখটা সে চিনতে পারে।

এটা আর কেউ না ক্লারা খালা। দৈত্যের মতো লম্বা, যে নাকি তার মাস্তুলের মতো একটা আঙ্গুল উঁচিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে ঝুঁকে তার মুখোমুখি হয়ে কি যেন বলতে শুরু করেন।

এডি ভয়ে পিছন ফিরেই ছুট লাগায়। কোত্থেকে যেন তার সামনে আরেকটা দৈতাকার ক্লারা খালা এসে হাজির হয়, তার গলা আবার মেঘ ডাকার মতো গুড় গুড় করে শব্দ করে।

সে আবার ঘুরে ছুটতে শুরু করে। তার হাঁপ ধরে যায়, হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সে এগুতে থাকে, ছুটতে থাকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

এক সময় সে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছোয় এবং আতঙ্কে অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দূরে শত শত খাম্বার মতো ক্লারা খালা তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রতিটা ক্লারা খালা তাকে পার হয়ে যাবার সময় ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বজ্রপাতের মতো কড় কড়াৎ শব্দ তুলে বলতে থাকে

banglainternet.com

'বাস্তবতার মুখোমুখি হ' এডি, বাস্তবতার মুখোমুখি হ'।'

এডি নিজেকে যন্ত্রণা দেবার জন্য মাটির ওপর লাফিয়ে পড়ে। আর নিজেকেই বলতে থাকে, জেগে ওঠ জেগে ওঠ। এই স্বপ্নের মধ্যে ধরা পড়িস না।

যতক্ষণ না তার ঘুম ভাঙছে ততক্ষণ ভয়ঙ্কর বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগৎ তাকে গ্রাস করে ফেলবে। আর সে দৈতাকার ক্লারা খালাদের ফাঁদেই আঁটকা পড়ে থাকবে।

অনুবাদ: আসরার মাসুদ